18

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

18.1 প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘকাল ধরে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য একটা গভীর ব্যাকুলতা তাঁরা লালন করেছেন। 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমান বাঙালির সেই প্রত্যাশা পূরণের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। মাতৃভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আবাল্য মধুর স্মৃতিতে কবিচিত্ত বিভোর; মর্মস্পর্শী আবেগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। পড়লে বোঝা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাঙালির কত প্রিয়। শৈশবের শিক্ষা, প্রিয়জনের আদর প্রভৃতি যেন স্মৃতিতে নতুন করে জেগে ওঠে কবিতার উচ্চারণে।

বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সঙ্গী। বাংলা ভাষা তাঁর সত্তা জুড়ে। নিকানো উঠোন, সকালের রোদ যেন বাংলা ভাষার আলপনা; বাউলের গান, নদীর চলা, শৈশবে মায়ের, দাদির বাৎসল্য এবং সেই সঙ্গে একুশে ফ্রেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিক্ষণ কবি চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। শহিদ ভাষা-প্রেমীদের বুকের রক্তে রাঙা সেই সকাল কবির কাছে আজও অলৌকিক ভোর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাংলা ভাষা দিবসকে ইউনেস্কো বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস বলে ঘোষণা করেছে। বাংলা ভাষার এই মহৎ মর্যাদালাভ প্রধানত বাংলাদেশের চেষ্টায় ও আন্তরিক উদ্যোগে।

18.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- বাংলা ভাষার প্রতি কবির ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলার পল্লি ও প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগের কথা অনুভব করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালি শিশুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা অনুভব করতে পারবেন।

18.3 মূল পাঠ

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি: মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানির ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তার
আশাবরী। নানি বিষাদসিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরি— অলৌকিক ভোর।

শব্দার্থ ও টীকা:

রমজানি সাঁঝ = ইদল ফেতরের আগের একমাস সময়কে বলা হয় রমজান মাস। মুসলমানদের কাছে এই একমাস খুব পবিত্র মাস। এইসময় তাঁরা দিনের বেলা উপোস করেন সন্ধ্যার পর উপবাস ভেঙে খাওয়া-দাওয়া করেন। রমজান মাসের প্রতিটি সন্ধ্যা 'রমজানি সাঁঝ'।

শব্দার্থ ও টীকা

নিকানো = মেঝে, দেওয়াল লেপা।

বাউল = এক বিশেষ শ্রেণির গায়ক ও সাধক সম্প্রদায়।

গো-রাখাল = গরু চরায় যারা।

'কাননে কুসুমকলি ফোটে' = বাল্যশিক্ষা বই-এর অন্তর্গত 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার একটি লাইন। মূল লাইনটি 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'।

ঘুম পাড়ানিয়া গান = যে গান গেয়ে, মা তার শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

সত্তা = অস্তিত্ব।

আশাবরী = সংগীতের প্রাতঃকালীন রাগিনীবিশেষ।

বিষাদ সিন্ধু = মীর মোশারফ হোসেনের লেখা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয় কারবালা প্রান্তরে হাসান আর হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধের ঘটনা।

18.4 বিষয়ের রূপরেখা

18.4.1 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . পুকুরে কলস ভাসে।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে রৌদ্র ঝরে। বারান্দায় জ্যোৎস্নার চন্দন লাগে। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে উদার গৈরিক মাঠে বাজে অন্ধ বাউলের একতারা। খোলা পথে, উত্তাল নদীর বাঁকে বাঁকে নদীও হয় নর্তকী। যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী তার 'বাংলা শিক্ষার' অক্ষর লেখে 'কাননে কুসুমকলি ফোটে'। গো রাখালের বাঁশি হাওয়াকে মেঠো সুর বানায়। পুকুরে কলস ভাসে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমানের বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সখা, তাঁর সত্তায়। বাংলা ভাষার কথা উচ্চারিত হলেই কবির চোখে ভেসে ওঠে নিকানো উঠোনে ঝলমলে রোদের আল্পনা আঁকা আর রাতের বারান্দায় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো। বাংলা ভাষার কথা হলে কবির চোখে ফুটে ওঠে বাংলার প্রকৃতি, নদী, মাঠ পরিচিত ছবি। মনে যেন বেজে ওঠে অন্ধ বাউলের একতারার সুর। কবির মনে পড়ে যায় সেই শৈশবের কথা। সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিতা 'কাননে কুসুমকলি' ফোটার কাহিনিটি। মনে পড়ে যায় পল্লী বাংলার মেয়েদের কলস নিয়ে জল আনতে যাওয়া, গল্পে মসগুল মেয়েদের পুকুরে কলস ভেসে যাওয়ার পরিচিত দৃশ্য।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি, বাংলা ভাষা আপামর বাঙালির মতো কবিরও মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার কথা হলেই কবির স্মৃতিতে ফুটে ওঠে শৈশবের শিক্ষা, বাংলার মাঠ ঘাট প্রভৃতি। কবিতায় সেই ছবিটি ফুটে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 18.1

1) নীচের শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবি নিকোন উঠোনে '..... .....'।

(ii) বাউলের একতারার সুরে 'নদীও ....'।

(iii) রাখালের বাঁশি হাওয়াকে বানায় ....'।

2) নীচের শব্দগুলির অর্থ ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে পাশে পাশে লিখুন—

(i)	উঠোন	(a)	প্রভাতে
(ii)	উত্তাল	(b)	আঙিনা
(iii)	সকালে	(c)	ভয়ানক তরঙ্গপূর্ণ
(iv)	কুসুমকলি	(d)	ফুলের কুঁড়ি

3) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর হ্যাঁ বা না দিন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ।

(ii) কবিতাটিতে কবির ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

(iii) বারান্দায় লাগে সূর্যের আলো।

(iv) রাখালের বাঁশির সুরে তরুলতা হয় নর্তকী।

4) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কবি জ্যোৎস্নার সঙ্গে কীসের তুলনা করেছেন?

(ii) কবিতায় বাড়ির উঠোন আর বারান্দায় কোন ছবি ফুটে উঠেছে?

শব্দার্থ ও টীকা

(iii) 'গৈরিক' কথাটির সঙ্গে কার সম্পর্কের উল্লেখ আছে?

(iv) কবিতায় গো-রাখালের কোন্ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?

5) প্রত্যেকের সম্বন্ধে লিখুন—

(i) বাউল

(ii) বাল্যশিক্ষা

(iii) গো-রাখাল

18.4.2 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . অলৌকিক ভোর।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কত চেনা ছবি ভেসে ওঠে। কোন সে সুদূরে আমার মা সেই ছোটোবেলায় দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কাটছেন। তার সত্তা (যেন) আশাবরী। নানি রমজানের সাঁঝে 'বিষাদসিন্ধু'র স্পন্দে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি (যেন) অলৌকিক ভোর।

বক্তব্যসার:

বাংলা ভাষার উচ্চারণে কবির স্মৃতিতে জেগে ওঠে শৈশবের কত চেনা ছবি। মায়ের ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া। ছেলেবেলার সেই স্মৃতিতে কবি দেখেন মা দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গানের ছড়া কাটছেন আশাবরী রাগে। শিশু মায়ের বাংলা ভাষার সুরটি হৃদয়ে গেঁথে ফেলে। এভাবেই সে পরিচিত হয় মায়ের সঙ্গে আপনজনের সঙ্গে। গড়ে ওঠে মাতৃভাষার সঙ্গে শিশুর যোগ। রমজানি সন্ধ্যার স্মৃতিও কবি ভুলতে পারেন না। নানি রমজানি সন্ধ্যায় মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র সুরটিতে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। সেই সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিযুদ্ধ কবির চিত্তকে মথিত করে। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অধীন। পাকিস্তানের শাসক বর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের ওপর শাসক গোষ্ঠীর নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে ফুলের মত অনেক প্রাণ ঝরে গিয়েছিল। সেই একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরকে অলৌকিক ভোর রূপে কবির স্মৃতিকে আন্দোলিত করে।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে কবির নাড়ির যোগ। বাংলা ভাষার কথা হলে কত চেনা ছবি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে— মায়ের স্নেহ, নানির আদর, ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই খণ্ডিত বাংলার পূর্ব অংশের নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। শাসকবর্গ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার বিরুদ্ধে মাতৃভাষাপ্রেমী পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। পাকিস্তানের শাসকবর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চলে। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে নিহত হয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বর, শফিউল্লাহ। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোর কবির সেই স্মৃতিতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 18.2

1) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে রেখাঙ্কিত শব্দগুলির শূন্যস্থানে ঠিকমতো লিখুন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে _____ (a) রমজানি সাঁঝে

(ii) ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া _____ (b) নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ

(iii) নানি _____ ভাজেন ডালের বড়া। (c) কোন্ সে সুদূরে

2) নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লিখুন—

(i) ভেসে—

(ii) চেনা—

(iii) দূরে—

(iv) সাঁঝে—

3) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কখন কবির চোখে চেনা ছবি ভেসে ওঠে?

(ii) আশাবরী কী?

(iii) নানির কোন স্মৃতি কবির চোখে ভেসে ওঠে?

(iv) কোন বছরের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরির কথা স্মৃতিকে আন্দোলিত করে?

4) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

(i) বিষাদসিন্ধু কী?

(ii) রমজানি সাঁঝ বলতে কী বোঝান হয়েছে?

(iii) কবি একুশের প্রথম প্রভাত ফেরির কী গুরুত্ব বুঝিয়েছেন?

18.7 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি বাংলাভাষী মানুষ ও কবির ভালোবাসা;
2. বাংলাদেশের প্রকৃতি, মাঠ, ঘাট, নদী, প্রভৃতির প্রতি কবির অনুরাগের দৃষ্টান্ত;
3. বাংলার লোকসংস্কৃতির কিছু পরিচয়;
4. বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন।

18.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৮টি বাক্যে উত্তর দিন—

1. ‘নদী ও নর্তকী হয়’— অন্ধ বাউলের একতারার সুরে নদীও কীভাবে নর্তকী হয়, ‘বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে’ কবিতাটি অবলম্বনে লিখুন।
2. বাংলা অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীটি কী ভাবে বাংলা ভাষার জ্ঞান অর্জন করে লিখুন।
3. ‘কাননে কুসুমকলি ফোটে’— এই অংশটিতে কবি শৈশবের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন?

শব্দার্থ ও টীকা

4. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির চোখে কোন চেনা ছবি ফুটে ওঠে?

5. 'রমজানি সাঁঝের' সঙ্গে কবির কোন্ স্মৃতি জড়িয়ে আছে লিখুন।

6. 'একুশের প্রথম প্রভাতফেরী'— লাইনটির মধ্যে দিয়ে কবি যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা লিখুন।

18.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

18.1

1) (i) ঝরে রোদ

(ii) নর্তকী হয়

(iii) মেঠো সুর

2) (i) (b)

(ii) (c)

(iii) (a)

(iv) (d)

3) (i) হ্যাঁ।

(ii) না।

(iii) না।

(iv) না।

4) (i) চন্দনের।

(ii) মাঠের রোদ, বারান্দায় জ্যোৎস্নার আলো।

(iii) মাঠের।

(iv) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার কথা।

(v) হাওয়াকে মেঠো সুর বানানোর কথা।

5) (i) বাউল উদাসকণ্ঠে একতারা বাজিয়ে গান গায়।

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) বাল্যশিক্ষা রামসুন্দর বসাকের লেখা শিশুশিক্ষার বই।

(iii) গো রাখাল— গোরু চরাবার কাজে নিযুক্ত যারা।

18.2

1) (i) (b)

(ii) (c)

(iii) (a)

2) (i) ডুবে।

(ii) অচেনা।

(iii) কাছে।

(iv) সকালে।

(v) লৌকিক।

3) (i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে।

(ii) সঙ্গীতের একটি রাগ বিশেষ।

(iii) রমজানি সাঁঝে দুলে দুলে বিষাদসিন্ধুর সুর।

(iv) ১৯৫২-র।

কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান-এর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকার মাহুটুলিতে। কবি ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫৩তে বি.এ. পাশ করে এম.এ.তে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন, বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি 'প্রথম গান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী-শিবির থেকে', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘর', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি নিজের দেশে এবং বিদেশে বহুবার বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলি হল 'আদমজি পুরস্কার', 'বাংলা আকাদেমি পুরস্কার', 'জীবনানন্দ পুরস্কার', 'মিতসুবিসি পুরস্কার' প্রভৃতি।

শব্দার্থ ও টীকা

সমধর্মী কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি সমধর্মী কবিতা উল্লেখিত হল—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে। নদীর কূলে কূলে।